আলো

কৃতী সোম

আলো-অন্ধকার

কুন্তী সোম

জ্ঞানতীর্থ

১, বিধান সরণি, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭৪

প্রকাশক : শ্রীকানাই লাল দাশ
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : প্রণব শূর

মুদ্রক : শ্রীবঙ্কিম বিহারী দাস
ওরিয়েণ্ট প্রেস
১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

দাম : তিন টাকা

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

রচনাকাল : ১৩৬৭-৭২

এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা সাহিত্যপত্র, ধ্রুপদী, শারদীয় যুগান্তর, শারদীয় দৈনিক বসুমতী, শারদীয় জনসেবক, সাপ্তাহিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী, সংবিত্তি, বসুধারা, শিক্ষক, কথাবার্তা, নান্দীমুখ, তরুণদের মুখপত্র ও মৌসুমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সূচী

বিষয়

কবির অপর কাব্যগ্রন্থ : অঙ্কুরের মুখ

॥ আলো-অন্ধকার ॥

মথিত মনের কোণে আচম্বিতে এসেছে আবার/দ্বান্দ্বিক অধ্যায় শেষে আলোকাঁপা পড়ন্ত বেলায়/অনেক স্মৃতির কুঁড়ি, অপরূপ দৃশ্যগুলি, আর/বিচিত্র প্রেমের ঝড়ে ভরে গেল ভাবনা-ইথার।/এ-জীবন দিয়েছে অনেক./বিপুল দর্শন বোধ, গন্ধঘন স্বপ্নের মল্লিকা/চরম বাস্তব সত্য, মুহূর্তের সৃষ্টি অভিষেক/আকাঙ্ক্ষার প্রতিলিপি রচে দিল গূঢ় চলন্তিকা।/জীবনের জগতের অন্তর্গত আলো-অন্ধকার/সপ্রতিভ ছায়া ফেলে অবিরাম হৃদয়ে আমার।

॥ সম্প্রতি ॥

গল্প করি, কথা বলি, চাকুরীতে কাটছে সময়/ঘরকন্না যথারীতি, তারও পরে প্রকল্প-সঞ্চয়/এ-সবই দৈনিক কাহিনী।/অথচ সূর্যের গায়ে হলুদের ঢেউ ভাঙে জানি/সাদা মেঘে শ্যাম ঘাসে রহস্যের ঢের কানাকানি/অজানিত কত রূপ! নিজেকে চিনিনা—/সৃষ্টির অসহ্য ঋণে ডুবে যাই প্রগাঢ় বিভ্রমে/কর্মসূচী ভারাক্রান্ত। অশেষ পাহাড় জমে জমে/জীবন-যৌবনে আনে অন্য কোন বাসনার স্বাদ—/নিতান্তই দ্বৈত অনুভব।/হীরে-রোদ, ভিজে মাটি, অন্তরীক্ষে মৃদুল বাতাস/এরাও কি জীবনেরে করে উপহাস ?

॥ স্মৃতির গল্প ॥

মনের গহনে স্মৃতি। স্মৃতির অতলে শুধু সুখ।/চলমান প্রমূর্ত সময়।/আকাশ এখন বুঝি ঝরে লঘু হয়/অব্যথায়।/অন্তহীন মনে হয় সুখের চাবুক/যখন জর্জর করে নির্বোধ চেতনা/ক্লান্তির ধূসর চরে অবশেষে।/চূর্ণিত সঞ্চয়।/মনের গহনে স্মৃতি। প্রমূর্ত সময়/ঝরে। কতোদিন ঝরে।/প্রমূর্ত সময় কতো। বিগত দিনের কোন জের/পড়ন্ত দিনের তারে বেহাগ বাজায়/সম্ভবত। দুর্জ্ঞেয় ভাষায়/ঋতুর রাগিনী বাজে। অথবা সুখের চোরাবালি/হঠাৎ কখন যায় খসে পড়ে, ফের/জমে ওঠে অজানার তীর জুড়ে খালি/হৃদয়ের দ্বিমুখী সঙ্গমে/ঝরে। কতোদিন ঝরে।

॥ আবহমান ॥

দিনগুলি চলে যায় আসবে বলেই।/নতুনের দিকে চেয়ে থাকি।/মৃত নষ্ট ক্ষণগুলি কাছে আসে যেই/প্রাণ ভরে অনাগতে ডাকি।/এখন যদিও নেই আলোর ঠিকানা/অন্ধকার·······ব্যাপ্ত অন্ধকার/হয়তো বা পেয়ে যাব যুরন্ত নিশানা/সরে যাবে ধূসর বিস্তার।/আমি আর দাঁড়াতে পারি না, ক্লান্ত আমি/রেশনের লাইনেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।/বুকের যন্ত্রণা নিয়ে কাটে দিনযামী/আমি অন্যরূপ ধরি আমাকে হারিয়ে।/অশ্বধ্বনি শোনা গেলে জাগেই ধমনী,/অভিষেক ছুটে আসে কাছে।/বিশ্বাস আঁকড়ে ধরি, শুনি দ্বৈত ধ্বনি/সমস্যারা তবু কিন্তু বাঁচে।/দূরের দিগন্তে জাগে ধানের সোনালী,/সূর্যের শরীরে জমা রোদের ভাণ্ডার।/জনাকীর্ণ পথগুলি; আমি শুধু খালি/দীর্ঘায়িত নিঃস্বতার হব অংশীদার ?

॥ মধ্যরাত্রি ॥

আকাশ এখন স্তব্ধ মধ্যরাত্রে বর্ষণের পর/ক্লান্তির আবেশে মগ্ন। চাঁদ গলে, জোনাকির ঝাড়ে/আলোর ফুলেরা জ্বলে। থেমে আসে বনের মর্মর/পাখির করুণ ডাকে শ্রান্তি নামে সবুজ পাহাড়ে।/ঘাসের নিবিড় বুকে শিথিলিত জ্যোৎস্নার বন্ধন/ঝরে ঝরে ক্লান্ত হলো অবসন্ন শিশিরের মন।/মধ্যরাত্রি ঠিক যেন জীবনের উত্তর-তিরিশ। প্রথম ফাল্গুনী শেষ সেদিনের দহন-বর্ষণ/একদিন মনে হতো যত কিছু অজস্র আশীষ/আজ তাতে যবনিকা। অন্য কিছু অন্য কোন মন/তোমার শরীরে নিয়ে কাছে এসো আজ, হে রমণী/শুধু এই ঝরে-পড়া, মদালস, অকৃপণ ক্ষণ/আমাকে বিহ্বল করে, আমাকে আবিল করে জানি।/এ আকাশে কত মেঘ, থেমে যাক পুরাণো স্খলন/নবতন রূপ এনে ঢেউ দাও জীবনের উত্তর-তিরিশে/মধ্যরাত্রে ক্লান্তি নামে অবিমিশ্র বাসনায় মিশে।

॥ পড়ন্ত বেলায় ॥

এসেছে আবছা ছবি মনে মনে বিবর্ণ পর্দার/ভাঁজে ভাঁজে, সময়ের সুতো ছিঁড়ছে, শিরীষ-শাখার/পাতা ঝরছে শিরশিরিয়ে, বীতসুখ এনো না, এনো না/ফাল্গুনের বিস্মৃত বেতার/শুনিয়ে এঁকো না মোহ মেঘলা দিনের/ঝাপসা প্রহর-পটে, স্মৃতি-তাঁত বুনো না, বুনো না।/ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে যাব এবেলায়, মাণিক না হোক,/শূন্য হাতে চায় না তো ফিরে যেতে মন ;/দূরান্তের বালুতটে পাড়-ভাঙা ঢেউ-ভাঙা দেখে/হৃদয়ে কান্নার দাগ, সুখের মোড়কে ভরা শোক/উপহার পেয়ে আজ চেতনা যখন/চৈতালী দিনের মত প্রতিক্ষণে প্রজ্জ্বলন মেখে/একান্তে দিয়েছে ধরা, বেদনা যে কি ;/এসেছে আবছা ছবি, অবেলায়, তোমারই নাকি !

॥ সূর্যমুখী ও সূর্যকে ॥

উজ্জ্বল সূর্যের আলো চেয়েছিলো সেই সূর্যমুখী/আশ্চর্য হলুদ মাখা গায়ে তার রঙের জ্বলন/সতেজ প্রাণের ডাকে সাড়া দিলো, সূর্য নিলো ঝুঁকি/তখনো পৃথিবী ঘিরে সবুজের অনেক ফলন।/অমোঘ আবর্তে পড়ে আপেক্ষিক সুখের জগতে/আরেক চেতনা এলো, বিপর্যস্ত আকাঙ্ক্ষা-চাতক,/ইচ্ছার ভীষণ বিষে দ্বিখণ্ডিত আলো আর রঙ/মিলালো শস্যের দিন, তারপর উভয়ে একক।/সূর্যের শরীরভরা আলোকের অমল বিস্তার/আলোর প্রত্যাশী সেই আনন্দিত সূর্যমুখী-মন/কোথায় বিলীন হলো ? আর্ত বাতাসের হাহাকার/কেঁদে যায় অহরহ স্বল্পায়িত করে সম্মেলন।/ঢেকেছে আলোর মুখ, ঝড় এলো, ছিন্নভিন্ন বন/স্নায়ু, রক্ত ভিন্নতর, প্রতিশ্রুতি বোঝাপড়া শেষ/অধুনা ধমনী ভরে নবতন স্পৃহার রণন/তিক্তরিক্ত মনে মনে অতিক্রান্ত স্বপ্নের আশ্লেষ।/রঙভরা সূর্যমুখী, আলোজ্বলা তুমি তো সবিতা,/অথচ তোমরা হলে যন্ত্রণার একটি কবিতা।

॥ শতাব্দীর পটে ॥

সভ্যতার পর্দাখানি ছিঁড়ে/চোখ মেললেই স্পষ্ট দেখা যায়/শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপর কত/আদিম দিনের ছায়ানট।/প্রবৃত্তির লৌকিক প্রবহ/পণ্য হল রক্তের শরীর/চতুর্দিকে নিষ্ঠুর হনন/নরকের দৃশ্যপট/ক্রমাগত প্রগতির বাণী/হৃৎপিণ্ডের ক্ষত ঢেকে/মানুষের কৃত্রিম মিছিল/জঠরাগ্নের যন্ত্রণা-জ্বলন/চেতনার কুজ্মটিকা/সভ্যতার খিল খুলে/ছুটে আসে আদিম ঘোষণা ঃ/ঈশ্বরের পৃথিবীতে/এ-জন্মের বিক্ষত ভূমিকা।

॥ এখন আমার রক্তে ॥

না, না, আমি সইব না।/অধুনা আমার সাধ সারা দেশে সূর্য হয়ে জ্বলে/ সাহজিক গতিপথে, আসমুদ্রহিমাচলে প্রবল জোয়ার/সবুজ প্রাণের দানে জননীর হলুদ-কান্নায়/আমার অহিংস রক্তে রণসাধ তীব্র বারবার।/কেননা ভাইএর রক্তে ঢেকে গেল সীমান্ত শুভ্রতা/আমার মায়ের বুকে হিংস্রতম শত্রুর প্রহার/আমার দেশের বধূ ছুঁড়ে দিল শ্রেষ্ঠতম ধন/স্বামীর জীবন দিয়ে, সর্বনাশা আহুতি ক্ষুধার!/তাই তো শপথ করি প্রজ্বলন্ত অগ্নির প্রতাপে/হঠাব উন্মত্ত দস্যু সংগঠিত প্রচণ্ড আঘাতে/যে দস্যুরা মুছে দিলো বুদ্ধ, কনফুসিয়াস/ইতিহাস শিক্ষা দেবে অনাগত আগামী প্রভাতে/আমার চাষীর ঘরে খুশিহীন সোনার অঘ্রাণ/ গঞ্জে-গ্রামে-জনপদে অন্তরঙ্গ ধিক্কার মিছিল/একটি শহীদ-বীজে জন্ম নেয় কোটি মহাপ্রাণ/দধীচির বজ্র হাতে ঃ এইখানে সবাকার মিল।/সইব না কিছুতেই, আমি সইব না/এখন আমার রক্তে যুদ্ধের যন্ত্রণা।

॥ ছবি নয়, মুখ ॥

মনের অ্যালবামে বহু ছবি আঁটা বসন্তে-বর্ষায়।/অজস্র কামনা কত ফুল হলো রাধাচূড়া ডালে/কখনো চৈতালি দিন, উষ্ণ রাত,প্রমত্ত সময়/মুহূর্তে চাঞ্চল্য আনে বারবার, ঝরার অধ্যায়/শেষ করে মেঘলা দিন ছুটে এলো কী যে ক্ষিপ্র তালে,/আগেকার নিত্যসঙ্গী গত আজ, কারো রূপ হয়/উজ্জ্বল ছবিতে, আর কারোই বা রঙ দেখি ফিকে।/দুঃস্বপ্নের মত যারা চলে গেছে, আবার তাদের/ছবি কেন, কেন তবু স্মৃতিভারাক্রান্ত রোমন্থন/শুধু, মিথ্যে তারা আঁটা থাকে হুবহু, আমার ফাল্গুনে/আমি প্রগলভ, ফের আজ বেলাশেষে এদিনের ঃ/সমস্ত আকাশ জুড়ে সঞ্চিত মেঘের সঞ্চরণ/ক্ষুব্ধ শত পদক্ষেপে, অহেতুক আজকের তূণে/জমা রাখা সেই শর, ছবি হয়ে বৃথা টানা জের।/মনের অ্যালবামে আজ ছবি হলো মানুষীর মুখ।

॥ একাঙ্কিকা ॥

বাঁচবোনা ভেবেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের শেষে/অনেক দিনের সূর্য রাতের সেই অনিদ আকাশ/আমাকে রেখেছে ধরে। গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, শিশির, বাতাস/গতির আবেগে মেতে অবিশ্রান্ত কেবলি ছুটেছে।/আমিও বিষম গ্রন্থি অবশেষে অনায়াসে খুলে/হারিয়েছি প্রলাপী হৃদয়/দুর্বোধ্য সূত্রের মত অজানিত রয়ে গেল, কালান্তর অসংখ্য তৃষ্ণার/বিবর্তিত ইতিমধ্যে মনের ভূগোল।/প্রচণ্ড নেশার ঝোঁকে জীবনের চলচ্চিত্র দেখে/অবেলায় পৌঁছে গেছি। অনেক হিসেব, প্ল্যান আর নির্বাচন/শেষ হল, ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মৃত্যুর তর্জনী—/চাল, মাছ, সরিষার ছায়ানাট্য, সব কিছু শেষে/ভেবেছিলাম বাঁচবো না।/তবু দীর্ঘ সময়ের শেষে/পৃথিবী রেখেছে ধরে নিরুত্তাপ বিচিত্র আমাকে।

॥ সেই রাতে ॥

সেদিন কাঁদবে না তুমি। উঠবে কি হেসে/কপালে চন্দন এঁকে/যখন বসবো আমি চিত্রিত পিঁড়িতে/সুস্বর সানাই-সুরে, মন্ত্র-পড়া রাতে।/আমিও ভুলবো সব। অপগত/গল্পের স্বাক্ষর।/শ্রাবণী রাতের মত অঝোর কান্নায়/গোপনে ভেঙোনা তুমি অব্যর্থ তিথিতে।/এ-অভাব পূরণীয়। মনে করো বিবর্ণ অধ্যায়/খসে-পড়া অতীতের।/সর্বনাশা কোনো এক গ্রহ।/এখানে আমার বুকে শিহর যন্ত্রণা/এবং তোমার মনে মুক্তির নিঃশ্বাস।/কোন ব্যথা রেখোনাকো মনে। জুড়ে দিও/আসন্ন প্রহরে নিজকে।/হেসে ওঠো ভেবে সেই পুতুলের খেলা/ফের যদি মনে আসে।/আর বলি/দিওনা বালির বাঁধ, অজান্তেই পড়ে যাবে ধ্বসে।

॥ প্রতিচ্ছবি ॥

মন্ত্র পড়ল 'যদিদং হৃদয়ং........'। সাতপাক/ঘুরলো অক্লেশে। বাসরের সংগত নিয়মে/বর-কনে। স্নায়ুর সমুদ্র জুড়ে অতীত বেবাক/এনেছিল যত ঢেউ সেও আজ আছে পুরোদমে।/কিন্তু সে মন নেই, নেই সেই পুতুলের খেলা/একদা দুজনে তারা খেলেছে যা এবেলা-ওবেলা।/আজকেও ঝড় আসে দেহে-মনে অমোঘ উত্তাপ/মাঝে মাঝে রাগ-মান। প্রত্যহের অভ্যস্ত প্রহর/দাম্পত্য-জীবনে। দুটো মনে অলক্ষিতে ছাপ/পড়ে। যদিও এখন আছে ঢের সুখ, ভয়ঙ্কর/স্মৃতি আসে সংগোপনে—সর্বনাশা বীতসূত্র খেই,/এদিনের-সমাচারে সেদিনের কামনা কি নেই ?/দুর্বার বন্ধনে তারা পাকে-পাকে কেবলি জড়ায়/অহর্নিশ। একান্ত সহজলভ্য সীমিত জীবন/এতে কি বৈচিত্র্য নেই ? মন নিত্য স্মৃতি হাতড়ায়,/টানে জের, দুই বক্ষে দ্বিখণ্ডিত অতৃপ্তি এমন !/সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে শিশু, আর হাতে নোয়া-শাঁখা,/এ-জীবনে ক্লান্তি তবু ! মনের পিঞ্জর তবু ফাঁকা !

॥ দৃশ্যান্তে ॥

তুমি কি ভেবেছ এই আলোকিত রাত্রির প্রহরে/চলে যাব, কপালে চন্দন এঁকে চিত্রিত পিঁড়িতে/বসে যাব অতি সহজেই, সুস্বর সানাই-স্বরে/ভুলে যাব সেদিনের সেই ক্ষণ। অব্যর্থ তিথিতে/সমস্ত অতীত, গল্প, দৃশ্যপট, আর অনুরাগ/মুছে যাবে। হয়তো ভাবোনি তুমি। তুমি কি চেয়েছ/প্রমূর্ত মানব এক পূর্ণরূপে? এখন বেহাগ/বাজিয়োনা, কখনো বা অজানিতে এমন ভেবেছ।/তুমি কি ভেবেছ এই অলোকিত ক্ষণ, ভাবনিতো/কভু হায়, তাহলে এমন খেলা খেলতে না আগে ;/অথচ ক্ষণিক খেলা প্রথম ফাল্গুনে, স্মৃতি যতো/মনে করো রূপকথা, মোহভাঙা মুক্তির নিদাগে/স্বচ্ছ হোক মনখানি, লাভ নেই পুতুল খেলায়—/তুমি কি ভাববে আজ দ্বন্দ্বহীন শীতল ছোঁয়ায়।

॥ আবার আশ্বিন ॥

তবুও অক্লান্ত আমি। আবার আশ্বিন ঘুরে এলে/সময়ের সিঁড়ি ভেঙে গোলাকার বৃত্তের মতন/এ-মন স্বর্ণিল হয়, আকাঙ্ক্ষার মানচিত্র মেলে/পথের হদিস খুঁজি রমনীয় রোমাঞ্চে উন্মন।/অথচ আশ্বিন যায়, একে একে চূর্ণিত জর্জর/শিউলিরা ঝরে পড়ে, মুছে যায় নীল আর সোনা/কুয়াশার দিন নামে, বারবার জ্বলন্ত প্রহর/ইতিমধ্যে কত আসে, হিসেবীর মত যেই গোণা।/অজস্র জল্পনা, ব্যথা, প্রত্যাশার অভিঘাতে ভরা/ঋতুর অনেক রঙ্গ—অর্থহীন যার পরিণতি/আমিই বিহ্বল হয়ে বয়ে চলি স্বপ্নের পসরা/মনের নিতলে আজ অনবদ্য এ কোন আরতি!/বর্ণময় কথা বলে, স্বর্ণশস্য করে ঝিলমিল/নীলের নেশায় তাই এ আকাশ ফের মায়ানীল।

॥ অনিদ্র ক্ষণের চিঠি ॥

স্মরণের বৃষ্টি ঝরে ঃ কেঁদে যায় রাতজাগা পাখি।/নৈকট্যবিহীন তুমি, ডাক দিই তাই পুনর্বার/স্নায়ুরক্তে আলোড়ন এলে জানো তোমাকেই ডাকি/স্মরণের বৃষ্টি ঝরে ঃ কেঁদে যায় রাতজাগা পাখি/হৃদয়ের খনি থেকে তুলে দিলে কোন উপহার/এখন কেমন করে কোনখানে রাখি/স্মরণের বৃষ্টি ঝরে, কেঁদে যায় রাতজাগা পাখি/নৈকট্যবিহীন তুমি, ডাক দিই তাই পুনর্বার।

॥ কোন ভুলে ভুলি ॥

আমার প্রহর আসে বুক জুড়ে স্মরণ-জ্বলন/আমার প্রহর আসে কোনো এক গল্পের অতীত।/কখনো চলার পথে দুদণ্ডের নির্জনতা পেলে/ভাবিনাকো হার কিংবা জিত।/সারাক্ষণ গান শুনি, ঝরে যায় শিশিরের সুর/শীতালি বাতাস কাঁদে নিরুত্তাপ স্মৃতির মতন/কর্মের জীবনে তবু বিমিশ্রিত ক্ষণিক বিরতি/শৃঙ্গার, বৈরাগ্য আর রমনীর মন/চাই বুঝি প্রাণপণে ! দ্বিমুখী স্রোতের টানে ভেসে/হাবুডুবু খেয়ে চলি, বুঝিনা এ-হৃদয়ের খেলা।/প্রত্যাশা কেবলি ঘোরে চাকার মতন/আমার প্রহর ভরে, তাকে কিন্তু যায়নাকো ফেলা।

॥ শিয়ালদা ॥

ছাপিয়ে প্রশস্ত বুক উপচায় যাত্রীর আবর্ত/তাদের অসংখ্য ফেণা অবিরল ছড়ায় গড়ায়/সমুদ্র নগরী শুধু স্থান দেয় ক্লান্ত মনে আর্ত/জীবন এগিয়ে চলে মিছিলেরা একথা জানায়।/জীবনের সৃষ্টি খালি প্রাত্যহিক জীবিকার তরে ?/একথা ভেবেছে কেউ—দার্শনিক, চিন্তাশীল, কবি ?/ ট্রেনের বাঁশীর রব অবিরাম ধাবন্ত প্রহরে/সকাল-সন্ধ্যায় ভাসে প্রতিদিন একরঙা ছবি।/বয়সে তফাত আছে, পেশা আর পদবীতে নামে/তবুও সকলে ছোটে জীবিকায়, নর কিংবা নারী/একই আসার ছবি, ফেরা সেই সিক্তদেহে ঘামে/একটু স্থানের লক্ষ্যে পুনর্বার পাছে যায় হারি।/ লাউডগা সাপ যেন আঁকাবাঁকা সবুজাভ ট্রেন/ওপরে আকাশ বন্দী, নীচে জাগে বিচিত্র জগত/বিদ্যুতের বৃষ্টি ঝরে, অনির্ণীত কত লেনদেন/শুরু ও শেষের ঝড় এখানেই, বাজবেই গৎ।/সময়েরা রেলগাড়ি, পাড়ি দেয় দূর দূরান্তরে,/মানুষেরা ডুবে থাকে ষ্টেশনের মথিত জোয়ারে।

॥ প্রতিবিম্ব ॥

তারপর স্তব্ধ সব, প্রত্যাশার সব অঙ্ক জুড়ে/নামে যবনিকা। প্রতিহত আকাঙ্ক্ষার সাপ/ঝিমোয় অসাড় ঘুমে। একদিন যে-হৃদয় পুড়ে/অসহ্য ঋতুর গ্রীষ্মে, পিপাসার হরিণেরা লাফ/দিয়ে যেত ছুটে, জোরে একরাশ হাওয়ার মত/সবই এখন শান্ত ; চেতন তো তবুও প্রহত।/তাহলে আগুন কেন ? কেন এই স্বপ্ন-সাধ-ভোগ/ক্ষণস্থায়ী ? সমস্ত হাসির ফণা, গল্প, রঙ্গরাগ/নিষ্প্রাণ ফসিল ? অব্যর্থ যন্ত্রণা, টেনে ক্ষীণ যোগ/স্মৃতির অদৃশ্য সূত্রে, অন্তর্দ্বন্দ্ব, টানাটানি, ভাগ—/পরিণতি এই যার, যদি শুধু ভেঙে-পড়া, ক্লান্তি/জীবন কি রূপকথা ? মিলন, বিরহ, প্রেম—ভ্রান্তি ?/বাসনার শেষ নহে। অথচ মুমূর্ষু আপাতত/রোদে-পোড়া ঘাসের মতন। এই শান্তি নিস্তব্ধতা/ক্ষণিকের। পরিবর্তনের পালা চলছে নিয়ত/অমোঘ নিয়মে। লালসা এবং লজ্জা মিথ্যে কথা/নয়। সবই প্রকট—অন্ধভোগ, ক্লান্তি ও কামনা ;/নির্বোধ ইশারা আর অনুভবে এ কোন্ ছলনা !

॥ এ ঋতুর দেশে ॥

মাঠের বিশীর্ণ দেহ অকস্মাৎ কিসের ছোঁয়ায়/যৌবনিত, রোদের মেয়েরা যেন রঙ্গনটী দল—/এখানে দু'চোখ ভরে বারবার যত দেখা যায়/অজস্র ধানের শীষ সোনা রঙে করে ঝলমল।/আকাশে নীলের ঢেউ, পৃথিবীতে রূপসী নদীর/আশ্চর্য নিথর তটে হেঁটে যায় শবল খঞ্জন,/কিষাণ-মনের কোণে মুঠো মুঠো খুশির আবির/কেননা শস্যের আঁটি ভ'রে দেবে মাটির অঙ্গন।/ঘাসের ফুলের মত অগণন বুক দুরুদুরু/কেঁপেছিল, দেহাতী সবল হাতে শ্রম অতুলন,/বাঁচার তাগিদ নিয়ে যে-কর্ষণ হয়েছিল শুরু/এবার সফল হবে, ঘরে ঘরে নবান্ন পার্বণ।/লতান গাঁয়ের পথে ভেসে-আসা সুরের রণন/প্রতিদিন, মূর্তিমন্ত সমুজ্জ্বল জীবনের রূপ/মনের উল্লাসে ভাসে, নিরবধি, নয় অকারণ ;/আকাশ, প্রান্তর, নদী কেউ নয় আজকে নিশ্চুপ।/মেঘল প্রহর শেষে ইতিউতি রোদের উজান,/ফসলের নৃত্যায়নে থরোথরো আগামীর গান।

॥ প্রেক্ষণা ॥

মুহূর্তেরা মরে যায়, আলো ক্রমে ক্ষীণতর পড়ন্তবেলায়/দামাল দিনের আয়ু কেড়ে নিল বহতা সময়/যেদিন দিয়েছে সুখ, অনর্গল স্বপ্নের কুহক/হাসি-গান-কথা-প্রেমে রেখে গেছে উজ্জ্বল নির্মাণ।/অধুনা কলাপ শেষ বিপর্যস্ত দ্রাক্ষাবনে ঝড়ের স্বাক্ষর/দৃশ্যের উদ্ভাসে খালি ভেসে ওঠে জীবনের জ্বর।/তখন কুসুম ছিল, মালতীর কুঞ্জভরা সুগন্ধ মাতাল/তখন বঞ্চনা ছিল, আত্মঘাতী অন্তিম প্রদাহ/তখন আলোক ছিল, অর্থহীন মায়াবী জ্বলন/তখন আঁধার ছিল হন্তারক রঙের আড়ালে।/প্রথম অধ্যায় শেষ, অন্তর্লোকে সেদিনের প্রচণ্ড মন্থন/উচ্ছ্বসিত সুধা-বিষে যাবতীয় নেশা মতিভ্রম।/জলের বুদ্বুদ শুধু, প্রহরেতে পার্থক্য ভীষণ/তৃষ্ণার্ত ছাতিয়া ফাটে—এই সত্য, এই চিরন্তন।/বিদায়ী দিনের গায়ে সৌন্দর্যের নিরন্ত যন্ত্রণা/নিরাসক্ত হৃদয়ের এই পাঠ, আপাতত এই তো প্রেক্ষণা।

॥ অভিনয় ॥

দুচোখে তন্ময় হয়ে দেখে যাই নিত্য অভিনয়।/দেখেছি অনেককাল, সাপিনীর মতো সেই কবে/দুরন্ত আক্রোশে ফুলে মায়াবতী দিয়েছিল যবে/প্রেমের খবর ; নিন্দা কানাকানি শুরু পাড়াময়—/তাকেও ভেবেছি প্রেম। তারপর বহুরূপে কত/পেয়েছি প্রেমের স্বাদ। গল্পলোক, বাসনার ঝড় এনে/ভরেছে আগ্নেয়ক্ষণ, কত উষ্ণ কণ্ঠস্বর/আমার রক্তের মধ্যে নেচে নেচে ভেঙেছে সতত।/অধুনা ক্লান্তির পালা, কিন্তু তবু অনিঃশেষ প্রেম।/এখনো যৌবন আছে, তপ্তদিন, এখনো তো শেষ/রশ্মি ঝরে, নিবন্ত দিনের দাহ, ক্ষীণায়ু আশ্লেষ/হৃৎপিণ্ডে আলেয়া জ্বালে শুধু, কি-পেলেম কি-দিলেম/ভেবে যদি মেলে ধরি জলছবি, খাতা হৃদয়ের/স্মৃতির দর্পণে দেখি মায়াদৃশ্য, অন্তরঙ্গ খেলা/পুতুলের, মনে হয় মিথ্যে নয় কিছু, যত বেলা/নয় ছায়াবাজি, অভিনয় গল্প করে গূঢ় রহস্যের।

॥ সে-মুহূর্তে ॥

গভীর নিশীথে দেখি একটি মুহূর্ত ঘুরে আসে।/শ্রাবণী রাতের অশ্রু যখন পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে/বিচ্ছুরিত অন্ধকারে চেতনার দুইকূল ছুঁয়ে/বহতা আরেক ক্ষণ। অনেক দস্যুরা এসে নাচে/অনিদ রাতের বুকে আমার এ-হৃদয়ের কাছে।/তখন উদ্দাম হয়ে ছুটে যাই একটি বিবরে।/আমিও ভীষণ হই অরণ্য পশুর সেই ঘরে/লোভে-মোহে-প্রবৃত্তিতে প্রমত্ত চঞ্চল/লণ্ডভণ্ড সব কিছু, তারপর বিক্ষত কেবল।/কতকাল কত যুগ একে একে হয়ে গেল পার।/সভ্যতার আলো নাকি বর্তমানে এসেছে অপার/স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। রূপান্তর অজস্র কাহিনী/যুদ্ধ-মৃত্যু-খাদ্যাভাব — এসব তো কখনো চাহিনি!/তবুও মনের মাঝে সেইক্ষণ গাঢ় তমিস্রায়/ঘুরে আসে। আমি নই, অধুনার আমরা সবাই/মুহূর্তে হারিয়ে ফেলি মানুষিক অভিজ্ঞান যত,/অবশেষে মনোমত ঘুরপাক খাই অবিরত।

॥ মহীশূরে একটি তুপুর ॥

এখানে কোথায় সেই নির্গলিত রৌদ্রের তুপুর/ঘুঘুদের বুকফাটা স্বর ?/ এখন জ্যষ্ঠির দিন, প্রাক-বর্ষা ঋতুর প্রহর/তবুও আশ্বিন যেন, মৃত্নু হাওয়া, স্নিগ্ধ ঝিরঝির/মায়াবী রাতেরা আসে গায়ে নিয়ে হিমের আমেজ/ কে এমন খুলে দিলো নন্দনের দক্ষিণ তুয়ার ?/সবুজ পাহাড়ে ভরা চারিদিক, তারার রাশির মত জুঁই/মাটির নিতল প্রেম মনের গোপনে আজ ছুঁই।/নরম আলোর দিনে অকস্মাৎ বৃষ্টি নামে কয়েক পশলা/ চামুণ্ডা পাহাড়ে স্বপ্ন, রূপকথা ভরে ওঠে রূপালী মায়ায়/খোঁপায় অনেক ফুল—মাঠে মাঠে কিষাণী রমণী/নিপুণ সংগ্রহে মত্ত, বিজন ছবির মত পথে/এঁকেবেঁকে বাস ছোটে, আমিও সংগ্রহ করে আনি/সৌন্দর্যের সেই খণ্ডখানি।/কখন কোথায় যাবে ? শ্রীরঙ্গপত্তন আর ললিতমহল/ কৃষ্ণরাজসাগরের বৃন্দাবন-উত্থান/অবাক-স্নুতৃপ্ত হবে, তুমিও তুচোখ ভরে দেখে/ইতিহাস-শিল্পকলা অনায়াসে কথা কবে তোমার সম্মুখে।/ একটি আশ্চর্য দেশ স্নুদূরে অদূর/আমার মনের মধ্যে, সেই মহীশূর।

॥ বিমর্ষ সংলাপ ॥

প্রতপ্ত প্রহরগুলি গেছে/অবিরল বর্ষণের দিন/প্রত্যাশারা কেবলি চেয়েছে/আয়োজন নিয়ত রঙীন।/ক্লান্তমনে কুয়াশা ছড়ালো।/আশাহত প্রাণের প্রতীতি/মথিত হৃদয়ে অবশেষে/স্মৃতি হলো অপহৃত প্রীতি।

॥ দ্বৈতরূপ ॥

চোখের পর্দায় ছায়া, পড়ন্তবেলার/রঙের আবির ঝরে, আর/ঘাসের প্রাণনা। /একটু সংশয় কই, কই আজ অস্থির বেদনা/চেতনা-রজ্জুতে সূত্র বীত অতীতের,/কিংবা কোন অশ্রুমুখী জের।/অশ্রুমুখী জের নেই পড়ন্ত বেলায়/একথা নিশ্চিত বলা যায়/এমন ঋতুর গায়?/দৃশ্যপটে অকস্মাৎ ছবি এক এলে/হৃদয় প্রতীতি কেন মেলে!/এখনো বোধের নীচে ঘুমায় বিভ্রম।/তরঙ্গিত আকাঙ্ক্ষার খেয়া/বাইরে আলোর স্তব, ভিতরে আলেয়া।

॥ সীমান্তের ভাইকে ॥

আমিওতো ভুলিনি তোমাকে ।/অনেক যোজন দূরে নিরাপদ লোকালয়ে বসে/আমার প্রহর কাটে, ঘণ্টা কয় কাজের প্রহর/যথারীতি কথা-গল্প, আহ্নিক প্রত্যাশাকে ঘসে/নিয়ত প্রলেপ দেয়া । তার মাঝে সকালের উষ্ণ চুমুকে/কাগজের পাতা মেলে যখনই পাঠ করি তোমাদের কথা/ অমনি মুহূর্তগুলি ভরে ওঠে তীব্র শিহরণে/আমার রক্তের মাঝে ছুটে আসে প্রচণ্ড বারতা ।/তোমাকে হৃদয়ে ভরে রাখে/এ দেশের নরনারী সকলেই, আমি নই শুধু/সকলের ধন-প্রাণ, স্বদেশের অমিত সম্পদ/ রক্ষিত তোমার শৌর্যে। অগ্নিক্ষরা মাঠ করে ধূ ধূ/তার মাঝে ব্যর্থ করি রুদ্ররোষ, শত্রুদের আঘাত উন্মাদ/তোমার সবল হাতে অনর্গল ছোঁড়ার ক্ষিপ্রতা/অনিদ্র তোমার চোখে প্রত্যয়ের উজ্জ্বল হীরক/ বিমুক্ত মাটির স্বপ্নে দেহে মনে অসীম মত্ততা/আমার মনের দেশে তুমি এক জ্বলন্ত পাবক ।/সীমান্তের ভাই তুমি, ভুলিনি তোমাকে ।

॥ সুদূরিকা ॥

তোমার অসহ্য সুখ স্নায়ুতে শিরায়, সুদূরিকা।/স্মৃতি আর মোহ জাগছে ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ে/নিঃসঙ্গ দুপুর তপ্ত, ঘাসে ঘাসে রৌদ্রের জ্বলন/সেদিনের তুমি আজ ছায়াচ্ছন্ন, হে ক্ষণিকা/শিশিরের মত দ্রব, আর আমি জ্বালা সয়ে সয়ে/মুমূর্ষু এখন, এই রক্তে তাই দেখি সুতীব্র স্ফুটন।/অ্যাল্‌বামে জলছবি, সমুদ্রের পাড়ে বালিবাঁধ/রাতের আকাশে এক অন্ধকার কাঁদে/শুধু সুখ হতে স্মৃতি, স্মৃতিই উন্মাদ/পলকেই ছুটে যায় সীমান্ত অবধি, এবং সে ফাঁদে/তুমিতো দাওনা ধরা কোনো সুখ-স্বপ্নের মতন।/তোমার অসহ্য সুখ স্নায়ুতে শিরায়, সুদূরিকা, জ্বলে সারাক্ষণ।

॥ সন্ধ্যা ঃ শ্যামবাজারের মোড় ॥

ঝুলন্ত লোকেরা নামে দলে দলে ট্রাম বাস থেকে/একরাশ ক্লান্তি নিয়ে, বিদ্যুতের মত তবু ছোটে/হকারের কাছে আর ফুটপাতে, এবং বাজারে/সকালের অবিক্রীত জিনিষের যদি কিছু জোটে/কম দামে। কেননা মাসের শেষ। দিন ছয় আরো/এমনি কাটাতে হবে। এ-যুগের গুটি কয় মুখ/চেয়ে রয় পথ পানে ছোটখাট কত প্রত্যাশায়/ভরা ব্যাগ ঘরে এলে অকস্মাৎ আসে যেন সুখ।/সমস্তই মিথ্যা বুঝি—আয়-ব্যয় অবশ্য সঞ্চয়! /আলোকিত রাজপথে প্রসাধনে রঙের বাহারে/নগর-জীবনে আজো টিকে আছে কথা-হাসি-প্রেম/কৃত্রিম প্রহরে তবু কেনাবেচা—কে জেতে কে হারে।/শ্যামবাজারের মোড় ফুলে উঠে সমুদ্রের মত/সন্ধ্যা হলে, হু হু করে ছুটে আসে জনতা-জোয়ার/প্রাত্যহিক নেশা, ভুল, মেকি, রঙ নিতল গভীরে/মনোহরা কলকাতা। দ্বৈতরূপ দেখি বারবার।/বিলাস-নগরী হাসে কুহকিনী নারীর মতন।/সুখ-দুঃখ কত সাধ, এখানেতে কত শোভা, ধন!

॥ শেষ অঙ্কে ॥

আমি কি চেয়েছি এই অন্ধকার রাত্রির অতলে/ডুবে যেতে, অতলান্ত নীল নীল সমুদ্রের মত/চেয়েছি কি অন্তহীন ঊর্মিমালা, অনিঃশেষ জলে/একান্তে মিলিয়ে যেতে নেশাগলা শরীরে নিয়ত/রক্তের আহ্বানে। দুপুরই চেয়েছি আমি। এবং/জ্বলেছি। আজ এই উষ্ণস্রোত আমাকেই ঘিরে,/রাত্রির ছোঁয়ায় যাদু। আলো-ভাঙা আঁধার বরং/আসুক, আমি ডুবে যাই এই শিল্পিত শরীরে।/আমি কি চেয়েছি এই অন্ধকার, চাইনি তো তাই/দেখিনি এমন রূপ নীলকান্ত মণির মতন/রাত্রির প্রহরে জ্বলে, চোখ-ধাঁধাঁ, অপরূপ! চাই/আর বিস্ময়ে অবাক হই আরো, ডোবে দেহ-মন।/দুপুর গড়িয়ে যায়, জ্বলা থামে রাত্রির শরীরে,/আমি তো হারিয়ে যাই অন্তরালে প্রমূর্ত গভীরে।

॥ ঝড়ের পরে ॥

কেন যে এমন করে অকস্মাৎ ঝড় এসে ভেঙ্গে দিলো সাজানো বাগান ?/লণ্ডভণ্ড হলো সব, সুখগুলি স্মৃতি হলো, দমকা বাতাসে পেতে কান/অজানা ইঙ্গিত তার খুঁজে মরি, পূর্বসূত্র ছায়াময়, বিষম ভাবনা/ সীমান্ত-দস্যুর মত হানা দিয়ে ছুঁড়ে দিল অনায়াসে দারুণ যন্ত্রণা।/ অথচ বাগানখানি বেড়েছিল, ধরে রেখেছিলে প্রহরের কত/প্রাণের কর্ষণ আর আলোকের বোঝাপড়া, দিনেরাতে সেচন নিয়ত/ফুল ফুটবে একদিন এই ভেবে। ফুটলোও ক্ষণিকের আয়ু নিয়ে।/ তারপর শেষ হল। তোমার আঙ্গিনা জুড়ে দূরত্বের শূন্যতা ছড়িয়ে।/ যে দিলো এমন সুখ একদিন, সূর্যমুখীর মত রঙের জ্বলন/সে তবু বিগতা আজ। প্রেমের কুসুম ছিঁড়ে হৃদয়ের বন/ফাঁকা করে দিতে চায়! দৃশ্যপটে নানারঙা প্রাক্তনের ছবি/মুছে ফেলে এইবার শোনো ওই নবতন প্রহরের গান,/এখনো যৌবন আছে, বুকখানি ভরে নাও মানুষিক জীবনের দান।

॥ আলোড়নে যন্ত্রণায় ॥

আমিতো নিমগ্ন থাকি। অন্ধকার বিচ্ছুরিত রাতে/গোপন বায়ুর মত দক্ষিণের দরজা খুলে ফেলে/তুমি আসো। কবিতা লেখার স্নিগ্ধ প্রকম্পিত হাতে/তোমাকে ধরতে যাই। দারুণ মত্ততা আসে তোমাকেই পেলে।/তোমাকে প্রায়শ দেখি। কখনো দেখিনা, আর তুমি/সারাক্ষণ কুঞ্জলতার মত আমাকে জড়িয়ে/তৃপ্ত থাক। হাজারো রক্তিম ফুলে বাগানের ভূমি/জ্বেলে দাও সুনিশ্চিত। আমি স্তব্ধ গুঁড়িয়ে কঁকিয়ে।/বুঝিনা। কিছুতেই না। তবু চাই, ভুলে যেতে চাই/অপসৃত অধ্যায়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা। ওই ক্ষণ/ত্রিযামার অন্ধকারে ডুবে যাক। আমি আজ তাই/অমল মুহূর্ত ভুলি। কিন্তু তুমি ভয়ানক, সাপের মতন।/শান্ত নির্জনতা তুমি, হায় স্মৃতি, দিতেই চাওনা,/তাই কি বিক্ষত করো? হে নিষ্ঠুরা, কেন এ যন্ত্রণা।

॥ উপসংহারে ॥

কখনো আলোর বৃষ্টি। ভাবি তবু দিনান্তে সম্প্রতি/এই যে বিবর্ণ আলো রক্তহীনা যুবতীর মত/ইচ্ছার অপার নিয়ে লুব্ধতায় ভাঙে, তার যতি/নেই কেন! অথচ একটু পরে অন্ধকার যত/ঘিরে ফেলবে উজ্জ্বলতা, রঙ আর প্রসন্ন জ্বলন।/কতরাত, কতদিন, বাসনার শিথিল গোধূলি/স্মরণের বৃষ্টি হয়ে যন্ত্রণায় সতত এখন/ঝরে পড়ে। ক্ষীয়মান চিহ্ন আঁকে পুরাতনী তুলি।/আমিতো ভুলতে চাই। ভুলে তো গিয়েছি সেই ক্ষণ/দুঃস্বপ্নের। আমার নাটক শেষ। আর যথারীতি/গেছি ফিরে। আজ তুমি ভেবে ভেবে জলের লিখন/ছুঁড়ে ফেল সব কিছু, অভীপ্সার প্রমূর্ত নির্মিতি।/একি! পারলেনা তবু! আহা ছাখো, এতে নেই সুখ।/স্মৃতির অদৃশ্য সূত্র ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়/অবশেষে। তার চেয়ে ভালো এই সুখের চাবুক/বর্তমানে। এদিন তিমিরঘন, আর আলো নয়।

॥ বৈশাখের জন্য ॥

চৈত্রের সাঁকো বেয়ে দশদিকে বৈশাখ আসুক।/কেননা ঘুঘুর কান্না, হাওয়ার অশান্ত দাপট/শিরীষের ডালে ডালে। প্রতীক্ষিত সবাই জানুক/পুরনো দিনের গল্প অবিশ্রান্ত ডানা ঝাটপট/শেষ হবে, হবে শেষ; ফুটে উঠবে নতুনের মুখ/স্বপ্নের মুকুরে, আর বৈশাখেই খুঁজে পাবে হীরে।/অথচ সে প্রহরেও জলে-মরা দুরন্ত নেশায়/রোদের ক্ষরণে তার সম্মোহন, ভেসে চলা, খালি/ভেসে চলা, আশার অজস্র ভারে বিহ্বলিত মন/কী বিচিত্র কারুকাজ সে শিল্পের প্রতিটি রেখায়/চটুল শিশুর মত সারাক্ষণ রক্তে দেবে তালি/অসহ্য দহনে তার গলে যাব মোমের মতন।/সারিবাঁধা পাখি হয়ে দিনগুলি উড়ে উড়ে যাক,/নতুনের সোনা নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে আসুক বৈশাখ।

॥ পর্বান্ত ॥

তারপর থেমে যাবে, কেটে যাবে বাসনার মেঘ।/সমস্ত কালিমা মুছে দীপ্ত হবে মনের আকাশ/আশ্বিনের আলোর মতন। যত এষণা, আবেগ/এবং অনেক চাওয়া, জ্বলে-মরা কত অবকাশ/শেষ হবে। দুরন্ত ঋতুর গ্রীষ্মে, অঢেল বর্ষণে/অবিরাম, নামবে সমাপ্তি, ক্লান্তি, স্থৈর্য, রূপান্তর।/হৃদয় প্রশান্ত হবে দ্যুতিময় হীরক-খননে/কেননা গভীরে আছে প্রত্যাশিত পরমের ঘর।/তাহলে কি লাভ বলো? কেন এই অভিনয়, খেলা?/কেন যে ক্ষণিক-সুখ, বিষময় সাপের ছোবল/প্রমত্ত রক্তের স্রোতে প্রতিদিন সংঘাত দুবেলা/প্রেম ও অপ্রেমে মন অহরহ কেবলি বিকল!/এই যে সংশয়, দ্বন্দ্ব, ক্ষণে ক্ষণে বাসনা-চাবুক,/অবশেষে সব ভ্রান্তি, সুদুঃসহ যৌবন-কৌতুক?

॥ কাশ্মীর ঃ দ্বিতীয় অঙ্কে ॥

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু। রক্তশোষা বাদুড়ের দল/অন্ধকার রাতের আড়ালে/ছুটে এসে মিশে যায় বঙ্কিম শাখায়। চোখে জ্বলে/পৈশাচিক লুব্ধ দৃষ্টি।/নারীর নরম বুক, ফুলের মতন কত শিশুদের হাসি/গৃহের উজ্জ্বল সুখ ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়। বীভৎস নেশায়/আরবার ছুটে আসে ছদ্মবেশে রক্তাক্ত ডানায়।/সহসা আগুন লাগে পুঞ্জীভূত মেঘে। মাটির মমতা/জাগায় অসংখ্য বুকে প্রত্যয়ের কঠিন শপথ/বারুদের গন্ধে ভরে দমকা বাতাস। জনতা–জওয়ান/উন্মত্ত ঢেউয়ের ছন্দে ক্ষিপ্রবেগে হয় আগুয়ান।/বহুকাল মিথ্যা বুলি বিভ্রান্তি এনেছে।/বহু চুক্তি ভঙ্গ করি পিশাচেরা কামড় দিয়েছে।/ডানাকাটা বাদুড়ের সর্বনাশা রক্তের পিপাসা/এইবার বন্ধ হোক। পাঠ করি জনতার হৃদয়ের ভাষা।

॥ ভবে কেন ॥

এখনো সূর্যকে দেখি অনর্গল আগুন ছড়ায়/সন্ধ্যায় চাঁদকে দেখি অকৃপণ রূপালী মায়ায়/প্রত্যহ ফুলকে দেখি ধীরে ধীরে দলগুলি মেলে/ওপরে আকাশ দেখি ভরপুর সুনিবিড় নীলে।/পাশাপাশি অন্য দৃশ্য, লোভ-ক্ষোভ—দুঃখ-কান্নাভরা/যুদ্ধ-মৃত্যু-মহামারী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরা/অনেক সরণী জুড়ে শশব্যস্ত মানুষের দল/অন্ধকারে পেতে চায় অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষার ফল।/আমি নষ্ট ক্ষণে বসে প্রতিদিন দ্বৈতদৃশ্য দেখি। শস্যের আবেগে হায় মনের প্রান্তর ভরে, একি !/বরফের মত যদি নিরুত্তাপ গুঁড়ো হয়ে যাই/আলো-রূপে-গন্ধে-দৃশ্যে তবে কেন নিজেকে হারাই !

॥ অবশেষে ॥

গোপন ইচ্ছারা সব মাথা তুলে করবে প্রকাশ/মেঘের মতন মন মুখোমুখি হবে/জীবন অথবা মৃত্যু—তুমি তাকে কোন আখ্যা দেবে ?/সন্ধিক্ষণ গ্রাস করবে তীব্র অন্ধকার/নিঃশব্দ সঞ্চারে জ্বলবে কামনা-জোনাকি/রমণীয় স্বাদ এনে সর্বনাশা আগুন জ্বালাবে।/আর তুমি ভয়ঙ্কর আগুনে নেশায়/পুড়ে যাবে। হয়তো বা শশকের মত তুমি ভয়েতে পালাবে।/প্রেম-স্মৃতি-দ্বন্দ্বগুলি পিছু পিছু যাবে।/নিরবধি নিজেকে হারাবে।

॥ নিভৃত সত্তায় ॥

তারপর সময়েরা ঝরে।/ভাবি শেফালি ফুলের মত শান্ত স্নিগ্ধ হবো/ দৃশ্যের ছায়ায় কাঁপে বিপন্ন বোধেরা/এই তীব্র অনুভূতি কি করে এড়াবো ?/পায়ে পায়ে বাঁকগুলি পার হয়ে যাই।/দুপাশে ছড়ানো থাকে ঘাসফুল, অনেক ঝিনুক/সব কিছু তুচ্ছ করে দিগ-দিগন্তর ভুলে গিয়ে/ কিনারার খোঁজে ছুটি তীব্রবেগে তরণীর মত/স্মৃতিরা পেছনে ধায় মৌমাছির মতন সতত।/তারপর সময়েরা ঝরে।/আবার মাধবী-স্বপ্নে সচঞ্চল হয়ে ওঠে মন/দারুণ দুর্যোগ আসে—অরণ্যেতে ঝড়/ছিন্নভিন্ন করে দেয়, অব্যর্থ লিখন।

॥ উৎসুক প্রহরে ॥

তুমি কি সূর্যের দিকে/সারাক্ষণ চেয়ে চেয়ে থাক ?/অথবা ঝুমকো ফুলের মত/রও নতমুখী ?/তুমি নও নিশিগন্ধা, তুমি সূর্যমুখী/রঙের জ্বলন/তোমার শরীর ঘিরে পাপড়ির নব উন্মীলন/আলোর অমল দানে তোমার প্রকাশ ।/এখন ঔজ্জ্বল্য নেই, হীরের স্বচ্ছতা/স্বচ্ছ মন দেখিনাকো—প্রাণময় বর্ণের উৎসব,/দৃশ্যগুলি আবছায়া/পরিচিত এই আশেপাশে ।/আমি তাই প্রাণভরে সূর্যমুখী দেখি ।/তুমি অমল আলোতে জ্বলো/আমি লুটে নেবো তোমার বর্ণালী ।

।। জলছবি ।।

অজস্র সরণী ভরে মানুষের অক্লান্ত মিছিল/ভেঙ্গে-পড়া ঢেউ যেন/হাসি-হাসি-গান-কথা/গল্প রেঁস্তোরায়, লেকে কত লেনদেন/অনেক চুক্তির মত দেখা দেয় নানান বিপাকে।/দিনের প্রহর ধায় দ্রুতগামী ট্রেণ/সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতি প্রেম অর্থের বাসনা/সাতলক্ষ পতঙ্গের নেশা।/সূর্য ওঠে, চাঁদ ডোবে/ভীষণা পৃথিবী তবু টিকে থাকে বছরে বছরে।

॥ কথাগুলি ॥

কথাগুলি শেষ হবার পরে/ডুবে যায়/তুলতে গেলে সরে যায়/বারবার আর খুঁজে পাই না।/আমি অতীতের দিন খুঁজে পাই/মনের মধ্যে, সযত্নপালিত মনে···/কথাগুলি তবু ঝরে যায়/স্মৃতি রেখে/কথার মুহূর্ত কত আসে কোনোদিন।

'অঙ্কুরের মুখে' যে কবির অন্তর্লোক আলোকিত করেছিল 'আলো-অন্ধকার' তারই উজ্জ্বল ফলশ্রুতি। প্রথম প্রেমের মতই আমাদের দামাল দিনগুলির, আমাদের কবিতাকলাপসমুচ্ছ্বসিত প্রহরগুলির পরমায়ু চিরকালের নয়। বারবার ফিরে আসে না সুখ-স্বপ্ন-মায়া-মতিভ্রমের মেদূর মুহূর্তেরা। দ্রাক্ষাকুঞ্জবনও একদিন রসপিপাসায় দীর্ণ হয়। সিন্ধু বা রোয়াঁয় শুধু একটি কথাকলিই বারবার ফিরে আসে, 'ফাট্টি যাওত ছাতিয়া'। উত্তর তিরিশের এই অপরাহ্ণ যন্ত্রণার মীড় লেগেছে 'আলো-অন্ধকারের' নির্জন উপলব্ধির মধ্যে। জীবনের এই পরিণত প্রেক্ষণা, এই গভীর অবলোকন কৃতী সোমের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে ॥